দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ...

উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

■ চরভদ্রাসন (ফরিদপুর) সংবাদদাতা

চরভদ্রাসন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ছয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওই সহকারী শিক্ষা অফিসারের বিভিন্ন দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে গত ৬ আগষ্ট মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর লিখিত অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। ওই অভিযোগ পত্রে বলা হয়- ২০১৪/১৫ সালে উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপকরণ মেলার বরাদ্দ টাকা মেলায় অংশ নেয়া স্কুলগুলোর মাঝে বিতরণ না করে আত্মসাৎ, সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণের ২৪০ টাকার পরিবর্তে ১শ' টাকা পরিশোধ, প্রশিক্ষকের সম্মানির ৪শ' টাকার পরিবর্তে ২শ' টাকা প্রদান এবং ২০১৫ সালের জুনে কোন সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ না করিয়ে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

চর অযোধ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি শেখ আবুল কালাম বলেন,তার বেতনের টাকা পরিশোধের কথা বলে সহকারী শিক্ষা অফিসার প্রতারণার মাধ্যমে ব্লাঙ্ক চেক নিয়ে কালামের অজান্তে তার একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করেন। যে টাকা এখন পর্যন্ত কালামকে দেয়া হয়নি। এভাবে হাজারও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এদিকে উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তবে দপ্তরির একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে প্রথমে ২০ ও পরে ৩০ হাজার টাকার কথা স্বীকার করে বলেন, প্রশাসনিক জটিলতায় কালামের বেতন দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। তার বেতন রেগুলার করতে প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তরে ১৭/১৮ হাজার টাকা ব্যয়ের কথা স্বীকার করেন এবং প্রতিবেদকের উদ্দেশ্যে বলেন- আপনারা এ সকল বিষয়গুলো না লিখে স্কুলে বেঞ্চ নাই, শিক্ষক নাই এগুলো লিখেন।